যুগান্তর

তারিখ ... 0 9 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিলেটে প্রতিবছর এক লাখ শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে

যুগান্তর

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত সিলেটের শিশুরা

সিলেট ব্যুরো

২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করলেও জাতি সংঘের এই লক্ষ্য পূরণে সংশয় রয়েছে বাংলাদেশের। শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে না পারা এবং শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এখনই রোধ করতে না পারার কারণে এই সংশয় দেখা দিয়েছে। ফলে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের লক্ষ্য অর্জন থেকে বাদ পড়তে পারে বাংলাদেশ। দেশের চলমান এ অবস্থায় সবচেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে সিলেট। সরকারি হিসাব অনুযায়ী সিলেট বিভাগে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হয় না এক তৃতীয়াংশ। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে ২১ শতাংশ। গত ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্লেষণে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। নানা সমস্যার কারণে এই অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে। ফলে সাক্ষরতা অভিযানও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু বিভাগীয় শহর এবং মফস্বলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং না হওয়ায় এই পর্যায়ে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি ভেস্তে যেতে বসেছে। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের সব শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে মফস্বলের শিক্ষার্থীদের সরকার শিক্ষার বিনিময়ে উপবৃত্তি দিচ্ছে। তারপরেও বৃহত্তর সিলেটে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী এক তৃতীয়াংশ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি। বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০০২ সালে সিলেটে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশু ছিল ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৮৩৪ জন। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ২ লাখ ৪৩ হাজার ৮৮৯ জন। ২০০৩ সালে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী এরকম শিশু ছিল ৩ লাখ ৪৫ হাজার ২২০ জন। এর মধ্যে শিশু ভর্তি হয়েছে ২ লাখ ২০ হাজার ৩৭৮ জন। ২০০৪, ২০০৫ এবং ২০০৬ একই ধারা অব্যাহত ছিল। আবার উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন লোভে পড়ে শিশুরা ভর্তি হলেও এক বছরের মাথায় প্রায় ২২ শতাংশ শিক্ষার পাঠ গুটিয়ে নিচ্ছে। বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে জানা যায়, সিলেট বিভাগে ২০০২ সালে প্রথম শ্রেণীতে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৮৮৯ জন শিশু ভর্তি হয়। এর মধ্যে ২০০৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে পৌছাতে ঝড়ে যায় বাকি ১ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৫ শিশু। এদের মধ্যে ঝড়ে পড়ে ৫৫ হাজার ৩২৪ জন এবং পুনরাবৃত্তি হয় ৯৮ হাজার ৫৭৭ জন। ২০০২ সালে হবিগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৪৫ হাজার ৭১৪ জন শিশু ভর্তি হয়েছিল। এর মধ্যে ২০০৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে অবতীর্ণ হয় ২১ হাজার ৭৩১ জন। ঝড়ে পড়ে ৯ হাজার ১৮৫ জন। পুনরাবৃত্তি হয় ১৮ হাজার ৬১৬ জন। ঝড়ে পড়ার শতকরা হার ২০ দশমিক ৯। একই বছরে সুনামগঞ্জ জেলায় ভর্তি হয়েছিল ৬৯ হাজার ৫৯৯ জন। ২০০৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে অবতীর্ণ হয় ২৯ হাজার ১৬১ শিশু। ঝড়ে পড়ে ১৫ হাজার ৩১১ জন। আর পুনরাবৃত্তি হয় ৩০ হাজার ২৬৭ জন। ঝড়ে পড়ার শতকরা হার ২২। ২০০২ সালে মৌলভীবাজার জেলায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল ৪৬ হাজার ৪২০ জন। পঞ্চম শ্রেণীতে ২০০৬ সালে অবতীর্ণ হয় ২২ হাজার ৮৯৬ জন। ঝড়ে পড়ে ৯ হাজার ৮৭৯ শিশু। পুনরাবৃত্তি হয় ২১ হাজার ৬৬৩ জন। ঝড়ে পড়ার শতকরা হার এই জেলায় ১৮ দশমিক ১৯। সিলেট জেলায় ২০০২ সালে মোট ৮২ হাজার ১৫৬ জন শিশু ভর্তি হয়েছিল। ২০০৬ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে অবতীর্ণ হয় ৩৩ হাজার ১৭৬ জন। ঝড়ে পড়ে ২০ হাজার ৯৪৯ জন। পুনরাবৃত্তি হয় ২৮ হাজার ৩১ জন। ঝড়ে পড়ার শতকরা হার ২৩ দশমিক ৬। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিভাগের ৪টি জেলার মধ্যে সিলেটে ঝড়ে পড়ার হার সবচেয়ে বেশি আর মৌলভীবাজার জেলায় সবচেয়ে কম।